দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউটার ক্যাম্পাসে' অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট

॥ সাহাবুল হক ॥

দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আউটার ক্যাম্পাস থেকে নগদ অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। ছাত্রের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নয়, শুধু টাকা দিলেই মিলছে নামমাত্র এইসব সার্টিফিকেট আর সার্টিফিকেট কিনতে টাকা যে খুব বেশী পরিমাণে লাগছে তাও নয়। ২/৩ হাজার টাকাতেই পাওয়া যা[illegible]

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০০৪ সালের মঞ্জুরি কমিশনের বা[illegible] প্রতিবেদনে আউটার ক্যাম্পাসগুলোর উক্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। বেসরব[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী একটি আউটার ক্যাম্পাস খুলতে হলে [illegible] ক্যাম্পাসের সমান সুযোগ-সু[illegible] থাকতে হবে। সকল সুযে[illegible] সুবিধা নিশ্চিত করার প[illegible] মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আউটার ক্যাম্পাসের অনু[illegible] [illegible]

(১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(২০শ পৃঃ পর)

ক্যাম্পাস খোলার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির রেজিস্ট্রার এবং কন্ট্রোলার নেই। দীর্ঘদিন যাবৎ পদগুলো শূন্য। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াতে অস্বচ্ছতা এবং অনিয়ম বিরাজমান। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও নেই অনেক জায়গায়। শিক্ষক নিয়োগে মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালাও মানা হচ্ছে না।

সমস্যা চিহ্নিত করে মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ শূন্য পদগুলো পূরণ, ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনয়ন, শিক্ষক নিয়োগে কমিশনের নীতিমালা অনুসরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের সাথে যৌথভাবে ওয়ার্কশপ-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে একইসাথে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন ও স্বচ্ছতা, অনিয়ম এবং অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণের জন্য বলা হয়েছে।